উন্নয়নের খতিয়ান

(২০১১ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত)

১১ বছর আগে, ২০১১ সালে, আমাদের সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, রাজ্যের তখন বেহাল দশা। আমাদের নিরলস চেষ্টার ফলেই, নানা বাধা সত্ত্বেও গত ১১ বছরে বাংলার বুকে এসেছে উন্নয়নের জোয়ার। এই রাজ্য আজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সারা দেশকে পথ দেখাচ্ছে। জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্যকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পেরেছি আমরা।

- ২০১০–২০১১-র তুলনায় আমাদের সময়ে
  - বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে ৪ গুণ (২০১০–১১: ৮৪,৮০৩ কোটি ২০২২–২৩: ৩,২১,০৩০ কোটি)
  - GSDP বেড়েছে ৩.৫ গুণ (২০১০–১১: ৪,৬০,৯৫৯ কোটি ২০২২–২৩: ১৫,৫৪,৯১২ কোটি)
  - ট্যাক্স রেভিনিউ বেড়েছে ৪.১৯ গুণ
  - স্টেট প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে ৭.২৩ গুণ
  - ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে ৬.২৯ গুণ
  - সোশ্যাল সেক্টর এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে ১২ গুণ
  - কৃষি ও সহযোগী সেক্টরে এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে ১১ গুণ
  - ফিজিক্যাল সেক্টর এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে ৬.৩ গুণ

উন্নয়নের পথে ১১ বছর

- বাংলা আজ দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে
  - একশো দিনের কাজে আমরা ১ নম্বর
  - ক্ষুদ্র শিল্পে আমরা ১ নম্বর
  - গ্রামে বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে আমরা ১ নম্বর
  - গ্রামে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা ১ নম্বর
  - সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা ১ নম্বর
  - স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এ আমরা ১ নম্বর
  - ই–টেন্ডারিং-এ আমরা ১ নম্বর
  - সারা দেশের বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে (২০১১–১২ থেকে ২০১৭–১৮ সময়কালে) দারিদ্র্য দূরীকরণে আমরা ১ নম্বর

- **রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সরাসরি সুবিধা লাভ করেছেন**

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাফল্য

- **Free Treatment Policy** – সরকারি হাসপাতালে সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধপত্র।
- **স্বাস্থ্যসাথী** – সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা। এর মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালেও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ। ৯.১ কোটি লোক আওতাভুক্ত।
- ২০১১ সালে ১০টি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ছিল যা ২০২২ সালে বেড়ে হয়েছে ৩৩টি, এছাড়াও ২০১১ সালে মেডিকেলে আসন সংখ্যা ছিল ১৩৫৫ যা ২০২২ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৮৫০ ।
- ২০১১ সালের আগে যেখানে রাজ্যে কোনো সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল ছিল না সেখানে এখন ৪২টি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে।
- ২০১১ সালের তুলনায় সরকারি হাসপাতালে ৫৬,৭৬৫টি বেড বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৭,০০০টি।
- ২০১১ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ৪৮০০ যা মার্চ, ২০২৩-এ বেড়ে হয়েছে ১৮২১৩ অর্থাৎ চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে ১৩৪১৩।

- **স্বাস্থ্য ইঙ্গিত** একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা সমগ্র রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে টেলিমেডিসিন পরিষেবার সূচনা করেছে। ৭০০-রও বেশি চিকিৎসক রাজ্যজুড়ে রোজ ৪০ হাজারেরও বেশি গ্রামবাসীকে ৬৮টি টেলিমেডিসিন হাবের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করছে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটিরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ পেয়েছেন।
- **চোখের আলো** প্রকল্প ৫ বছরব্যাপী একটি বিশেষ উদ্যোগ, যা প্রত্যেকের চক্ষু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। এই উদ্যোগের দ্বারা ১৪.৪৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ও বয়স্ক মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৩ এর মধ্যে মোট ১৫.৩৫ লক্ষ চশমা বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ৯.৩১ লক্ষ মানুষের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ছানি অপারেশন ২০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮% হয়েছে। ২০টি গ্রামীণ হাসপাতালে Satellite Eye OT স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০টির কাজ শেষ হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

- ১৪টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ, ৪২টি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল, ৩০৭টি SNSU, ৭০টি SNCU, ৫১টি CCU, ২৭টি HDU, ২১টি PICU, ৪৭টি Trauma Care Unit, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ১৫২টি ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, বেড বেড়েছে ৩০ হাজারেরও বেশি।

  IPGMER, কলকাতা এবং নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে দুটি 'স্টেট অফ দ্য আর্ট' ক্যান্সার হাব তৈরির ব্যাপারে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়ে মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার এই দুটি ক্যান্সার হাব নির্মাণের বিষয়ে বিশ্বমানের প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা দেবে এবং ডাক্তার ও অন্যান্য প্যারামেডিকেল স্টাফদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

- ২০১১ সালে রাজ্যে যেখানে প্রত্যন্ত এলাকার চিকিৎসার কোনো পরিকাঠামোই ছিল না সেখানে ১০,১৭৩ নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় ব্লাডপ্রেশার, ব্লাডসুগার, ক্যান্সারসহ আরো বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে দেওয়া হচ্ছে।

- **মাতৃমা (Mother and Child Hub)**

  প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের বৃদ্ধি, মাতৃত্বজনিত মা-এর মৃত্যুহার হ্রাস, প্রসব-পূর্ব ও পরবর্তীকালীন সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুদের নানাবিধ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরিকাঠামোকে এক ছত্রছায়ায় আনতে রাজ্য সরকার মাতৃমা কেন্দ্রের সূচনা করে। এই কেন্দ্রগুলি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, এসএনসিইউ, এনআইসিইউ, পিআইসিইউ সম্বলিত। এখনও অবধি ৫০ লক্ষাধিক মা ও শিশু উপকৃত হয়েছেন। ২০১১-র পরবর্তী সময়ে প্রসূতি মা ও শিশুদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৬২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব নির্মাণ করা হয়েছে এবং তিনটি বর্তমানে নির্মীয়মাণ (অনুপনগর, ডায়মন্ডহারবার ও রামপুরহাট) আছে। ১৩টি ওয়েটিং হাট, বাংলা মাতৃ প্রকল্প এবং মাতৃযান নামে আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য

- ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২টি নতুন কলেজ, ২৭২টি ITI, ১৭৬টি Polytechnic, ৭ হাজারেরও বেশি নতুন স্কুল, ২ লক্ষ ২১ হাজারেরও বেশি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, প্রায় ২৯০০ স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত, ৩৮২টি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল, ৪ হাজার ১০০-এরও বেশি অন্য মিডিয়াম স্কুল হয়েছে।
- প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক, প্রায় ১১,০১৭ জন অধ্যাপক এবং ৩৪৮ জন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হয়েছেন।
- এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যথাক্রমে ১৩.৪০ শতাংশ ও ১০.৯৪ শতাংশ ড্রপআউট কমেছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মোট ৩ লক্ষেরও বেশি এনরোলমেন্ট বেড়েছে গত বছরের তুলনায়।
- ১ কোটি ৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী **'সবুজ সাথী'** তে সাইকেল পেয়েছে। মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে ১ কোটি ১৬ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীকে সবুজ সাথীতে সাইকেল দেওয়া হবে।
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৩ হাজার শিক্ষার্থীর প্রায় ১২৯৪ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর ১৫০০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪% সরল সুদের হারে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ঋণের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে এবং দীর্ঘ ১৫ বছরের সময়সীমা জুড়ে এই ঋণ পরিশো করা যাবে। এই ঋণে কোনো গ্যারান্টার লাগে না। গ্যারান্টার রাজ্য সরকার।

- তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ছেলেমেয়ে এই ট্যাব পেয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে উপকৃতের সংখ্যা ২৭লক্ষ ০৪ হাজার হবে।
- সমস্ত স্তরের ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপ পাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৮ লক্ষ **'শিক্ষাশ্রী'** স্কলারশিপ পেয়েছে। মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে ১ কোটি ১৪ লক্ষ শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ৩১ হাজার ছাত্রছাত্রী **'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ'** পেয়েছে এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই স্কলারশিপ পাবে।
- পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য **'মেধাশ্রী'** স্কলারশিপ প্রকল্প চালু হয়েছে। মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে ২ লক্ষ ৬৩ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে।
- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, স্কুল ড্রেস, স্কুলব্যাগ ও জুতো দেওয়া হচ্ছে।
- সমস্ত স্কুলে মিড-ডে মিল, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১০লক্ষ যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া প্রথাগত কারিগরি শিক্ষায় আজ অবধি প্রায় ১৩ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি ডিজিটাল ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। পোর্টালটি United Nations দ্বারা পরিচালিত WSIS-২০১৯ পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছে।

খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য

- **খাদ্যসাথীর** আওতায় প্রায় ৯ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে।
- **দুয়ারে রেশন** প্রকল্পে রেশন ডিলারগণ উপভোক্তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় বিনামূল্যে রেশন পৌঁছে দিচ্ছেন।
- **মা** প্রকল্পে গরিব মানুষদের দুপুরের খাবার মাত্র ৫ টাকায় দেওয়া হচ্ছে।
- রাজ্যের শহর এলাকায় ২৯১টি **মা ক্যান্টিন** স্থানীয় স্বসহায়ক দল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে এখনও পর্যন্ত ২.৬৩ কোটি দুপুরের খাবার পরিবেশিত হয়েছে। ২১টি মেডিকেল কলেজে মা ক্যান্টিন সাফল্যের সঙ্গে চলছে।

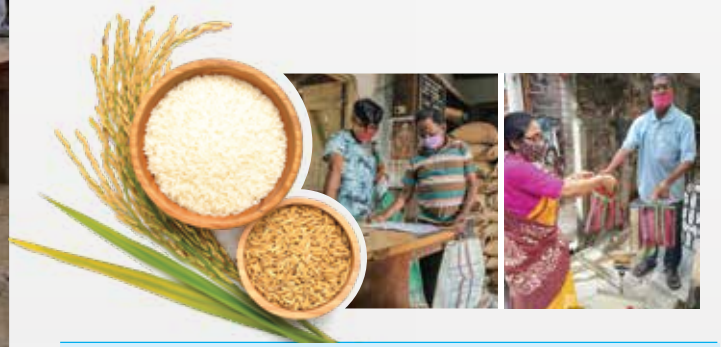

নারী উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্য

- Social sector-এ এত কাজ বিশ্বের আর কোথাও হয়নি।
- মহিলাদের সম্মান জানিয়ে চালু হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি ১ কোটি ৮৭ লক্ষেরও বেশি মহিলা প্রতি মাসে এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন। ৬০ বছর বয়সের পরে লক্ষ্মীর ভান্ডার-এর উপভোক্তারা সরাসরি মাসে বার্ধক্য ভাতা পাবেন।
- কন্যাশ্রী প্রকল্প গত ১লা অক্টোবর ২০১৩ তারিখে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সি অবিবাহিতা ও পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য ১০০০ টাকা করে বার্ষিক অনুদান (K1) ও ২৫০০০ টাকা করে এককালীন সহায়তা (K2) প্রদান করা হয়ে থাকে। ৮১ লক্ষেরও বেশি মেয়ে এখন 'কন্যাশ্রী'। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-সব স্তরের মেয়েরাই 'কন্যাশ্রী'। কন্যাশ্রী প্রকল্পে (K3) ৭৬ হাজারের বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ১৯৪ কোটি টাকার বেশি স্কলারশিপ পেয়েছে এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ছাত্রী ৩০০ কোটি টাকার বেশি স্কলারশিপ পাবে।
- রূপশ্রী প্রকল্প ১লা এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা, যাঁদের পরিবারের বার্ষিক আয় ১,৫০,০০০ টাকার মধ্যে, তাঁরা প্রথম বিয়ের জন্য এককালীন ২৫০০০ টাকা অনুদান পেয়ে থাকেন। 'রূপশ্রী' প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছেন।
- ২৭ লক্ষেরও বেশি স্বামীহারা মহিলাকে প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে বিধবা ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

- বিধবা মহিলা ছাড়াও বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ, তপশিলিজাতি-উপজাতি, কৃষক – এঁরাও পেনশন পাচ্ছেন। প্রতিমাসে মোট প্রায় ৭২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে ১ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে।
- ১২ লক্ষ স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়েছে।
- বর্তমানে ১০,৮৮,০০০ বেশি স্বনির্ভর দল ঋণ পেয়েছে ৮৮, ৮৪৮ কোটি টাকা।
- নারী সুরক্ষায় বাংলা দেশের সেরা। দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা। ২০১১ সালের পরে ৪৯টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১ সালের আগে কোনো মহিলা থানা ছিল না।
- বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন ১ কোটি ৫৩ লক্ষেরও বেশি অসংগঠিত শ্রমিক। আগামী মার্চ ২০২৩-এর মধ্যে আরও ৩ লক্ষ ২২ হাজার এই যোজনার সুবিধা পাবেন।
- একশো দিনের কাজে ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ শ্রমিক কাজ পেয়েছেন এবং ৩০১ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে ৪০ লক্ষের বেশি শ্রমিকদের জন্য ১০ কোটি ১৭ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।
- রাজ্যের শহর এলাকায় 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্পে প্রায় ৮০ হাজার স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে।

কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সাফল্য

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ বছরে ভুট্টার উৎপাদন ৭ গুণ, ডালশস্যের উৎপাদন প্রায় ২.৫ গুণ, তৈলবীজের উৎপাদন ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধানের উৎপাদন ৫২ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রায় ৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন। পশ্চিমবঙ্গ ধান, পাট ও মেস্তা উৎপাদনে প্রথম এবং আলু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে।
- **কৃষকবন্ধু (নতুন)** প্রকল্পে সহায়তার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে বছরে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। ন্যূনতম সহায়তা ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ হাজার টাকা করা হয়েছে। ৯১ লক্ষ কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাষি এই সহায়তা পাচ্ছেন। চলতি আর্থিক বছরে মার্চ মাস পর্যন্ত নথিভুক্ত চাষির সংখ্যা হবে প্রায় ৯২ লক্ষ। ২০১৯ সাল থেকে এপর্যন্ত ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পে।

- **কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত সহায়তা)** প্রকল্পে ১৮–৬০ বছর বয়সি কৃষকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে এককালীন দুই লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এখনও অবধি মোট ৭১ হাজার ৮০৫টি কৃষক পরিবার ১৪৩৬ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছেন। চলতি আর্থিক বছরের শেষে এই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ১৫৫০ কোটি টাকা হবে।
- **বাংলা শস্য বিমা যোজনা**–য় প্রিমিয়ামের পুরো টাকাও (বছরে ১০০০ কোটি টাকা) দিচ্ছে রাজ্য সরকার।
- সরকারে আসার পর পলিসি করা হয়েছে যাতে আর কেউ কৃষকের জমি তার অনিচ্ছায় জোর করে কেড়ে নিতে না পারে। সারা দেশের কাছে এটা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ।
- কৃষকদের আয় ৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষিজমিতে খাজনা ও মিউটেশন ফি মকুব করা হয়েছে।
- এছাড়া অভাবী বিক্রি বন্ধ করতে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি বাজারদরের থেকে অনেক বেশি দামে ধান কেনা, রাজ্যজুড়ে ১৮৬টি **কিষান মান্ডি** নির্মাণ করা, কৃষকদের সম্মান জানাতে **কৃষকরত্ন সম্মান** ও **কৃষক সম্মান** প্রদান করাসহ কৃষকদের জন্য আরো অনেক কিছু করা হয়েছে।

শিল্প ও কর্মসংস্থানে সাফল্য

- ২০১১ সাল থেকে রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগ হয়েছে।
- এই সময়ে রাজ্যে ১ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজ্যে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দরের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য সরকার তাজপুর বন্দরকে রঘুনাথপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি শিল্প ও অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় ডানকুনি–হলদিয়া, ডানকুনি–রঘুনাথপুর এবং ডানকুনি-কল্যাণীতে মোট ৩টি শাখা করিডর নির্মিত হবে। এই করিডর সংলগ্ন এলাকায় একাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল, আশপাশের শিল্প অঞ্চলগুলির সঙ্গে আরও ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, লজিস্টিক পার্ক, টাউনশিপ ও অন্যান্য শহুরে সুযোগ–সুবিধার মতো পরিপূরক পরিকাঠামো তৈরি হবে। রূপায়ণ সম্পূর্ণ হলে আশপাশের এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেবে এবং শিল্পের জন্য দ্রুত বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। এই প্রকল্পে প্রায় এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়।
- রাজ্যের রানিগঞ্জ অঞ্চলে ৬.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট শেল গ্যাস পাওয়া গেছে। এ রাজ্যের সিএমবি মাইনিং অনুদান-ধারকদের শেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একটি নীতি প্রণয়ন করেছে। এই উদ্দেশ্যে গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি এবং এসার গ্রুপের সঙ্গে ইতিমধ্যে লিজ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা।
- ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণের উদ্বোধন হয়েছে। বিবিধ

শিল্প প্রদর্শনী ও ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এই মেলা প্রাঙ্গণ একটি সর্বাধুনিক ও আইকনিক সুবিধা হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ৩৬০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত প্রাঙ্গণে ইতিমধ্যেই পাঁচটি বড়ো প্রদর্শনী এবং একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী, প্লাস্টিক ইন্ডপ্লাস ২২ এবং বেঙ্গল গ্লোবাল ট্রেড এক্সপো, ২০২৩-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

- বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (BGBS)-এর ৬টি সংস্করণে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে যার অধিকাংশই বর্তমানে রূপায়ণের পথে।
- শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির জোগান দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, ল্যান্ড–ইউজ পলিসি এবং ল্যান্ড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- ২০০টিরও বেশি শিল্প পার্ক এবং সেক্টর–স্পেসিফিক পার্ক যেমন– লেদার টেক্সটাইলস, অ্যাপারেল, হোসিয়ারি, ফাউন্ড্রি, জেমস, জুয়েলারি ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইথানল উৎপাদন ও উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে। এখনও পর্যন্ত ১০টি ইউনিট কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তারা নির্মাণকার্য শুরু করেছে। আগামী ১৮ মাসের

মধ্যে ইথানল উৎপাদনে প্রায় ১৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

- পূর্ব মেদিনীপুরের নয়াচর–এ 'অ্যাকোয়া হাব' এবং 'সোলার পার্ক' তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মোট ১১ হাজার একর জমির উপর নয়াচর প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় 'মেগা সোলার পার্ক' এবং 'মেগা ফিশারিজ হাব' তৈরি হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পে 'আইস পার্ক', 'কোল্ড স্টোরেজ' এবং 'মাছ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র' স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার 'বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক'-এ সাইকেল তৈরির কারখানা স্থাপন করার কাজ চলছে।
- রাজ্যে প্রায় ৪০০০ একর নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমি চিহ্নিতকরণ এবং তা বণ্টন প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
- দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলায় বিস্তৃত গেইল (GAIL) ইন্ডিয়া লিমিটেডের জগদীশপুর–হলদিয়া–বোকারো–ধামরা গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প এবং উত্তর বঙ্গের ৫টি জেলায় বিস্তৃত বারাউনি–গুয়াহাটি পাইপলাইন প্রকল্পটি তৈরির কাজ বর্তমানে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। ৪১৮৫ কোটি টাকার সহায়তায় এই প্রকল্পের দ্বারা ৮৩৫ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জাতীয় গ্যাস গ্রেডের সংযুক্তিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এর পরবর্তী ধাপে অতি শীঘ্র প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবসায়িক, শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ উপভোক্তাদের জন্য উপলব্ধ হবে।

- উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে ইতিমধ্যেই অনুসন্ধানের পর খনিজ তৈল ও গ্যাসের উত্তোলন সম্ভব হয়েছে। খুব শীঘ্রই এখানে তেলের ব্যবসায়িক উত্তোলন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
- অমৃতসর থেকে ডানকুনি পর্যন্ত 'ইস্টার্ন ফ্রেট করিডর' হচ্ছে। এই করিডর পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, বাঁকুড়ার বড়জোড়া, পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড় হয়ে হুগলির ডানকুনি পর্যন্ত যাবে। এর ফলে এই এলাকায় বিপুল বিনিয়োগ হবে এবং কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- বীরভূমের দেওচা–পাঁচামিতে হচ্ছে দেশের বৃহত্তম কয়লা খনি। এখানে ১১৯৮ মিলিয়ন টন উৎকৃষ্ট মানের কয়লা সঞ্চিত রয়েছে। এটি একবার চালু হলে, রাজ্যে শুধু বিদ্যুতের দামই কমবে না পাশাপাশি ১ লক্ষেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে।
- দীঘায় একটি 'কেবল ল্যান্ডিং' স্টেশন হচ্ছে। এতে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ সুগম হবে। এর ফলে রাজ্যের বাণিজ্যিক প্রসার হবে।
- পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে প্রায় ২৫০০ একর জমির ওপর 'জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী' নামে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ ঘোষিত হয়েছে। এর রূপায়ণে ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং বহু কর্মসংস্থান হবে।
- এ রাজ্যে বিশ্বের সেরা চা উৎপাদন হয়। এখানে tea auction market সব থেকে বড়ো। বহু মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।
- বাংলা বর্তমানে দেশের মধ্যে একটি প্রথম সারির 'সিমেন্ট হাব' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বহু প্রতিষ্ঠিত সিমেন্ট কোম্পানি গত ৫ বছরে বাংলায় বিনিয়োগ করেছে।

- ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'এক্সপোর্ট প্রোমোশন নীতি' তৈরি করে এবং তার পরিমার্জিত সংস্করণের খসড়া তৈরি করার কাজ চলছে যাতে করে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ রফতানি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। এছাড়াও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২২টি পণ্য ভৌগোলিক শনাক্তকরণ ট্যাগ (জি আই ট্যাগ) প্রাপ্ত হয়েছে।
- ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে খনিজ উত্তোলনের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার সম্প্রতি নীতি প্রণয়ন করেছে। এর ফলে জমির মালিকরা তাঁদের মালিকানাধীন জমিতে বিজ্ঞানসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি খনিজ উত্তোলনের সুযোগ নিতে পারবেন এবং এটি জমি মালিকদের ও তৎসহ সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।
- রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থা WBMDTCL-এপর্যন্ত ১১৫৪ হেক্টর এলাকাভুক্ত ১০২টি বালি খাদানকে নিলামের মাধ্যমে লিজ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই লিজ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে বিধিবদ্ধ রয়্যালটি, শুল্ক আদায় ছাড়াও পরবর্তী ৫ বছরে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা বিড প্রিমিয়াম বাবদ আদায় হবে বলে আশা করা যায়।

- সকল বিধিবদ্ধ আদায়ের সুবিধার্থে এবং কার্যকরী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে ই-চালান (e-challan) ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ অর্থ গ্রহণ ও লাইসেন্স/পারমিট প্রদান করা হচ্ছে।
- রাজ্য সরকার WBMDTCL-কে পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গডিহি এবিসি কয়লা খনির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছে।
- এছাড়াও রাজ্যের বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্ল্যাক স্টোন, গ্রানাইট, ফায়ার ক্লে, চায়না ক্লে-র খনি রয়েছে যা থেকে বর্তমানে উত্তোলনের কাজ চলছে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় অবস্থিত চা বাগানগুলির অব্যবহৃত জমিতে পরিবেশবান্ধব চা-শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের স্বার্থে ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা পর্যটন ও এই সম্পর্কিত বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন করেছে। এখনও পর্যন্ত চা-বাগান কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার কাছ থেকে ১৭টি প্রকল্পের প্রস্তাব পাওয়া গেছে যার মধ্যে দুটি প্রকল্পের জন্য মন্ত্রীসভার অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র

- নিউটাউনে তৈরি হচ্ছে সিলিকন ভ্যালি। প্রাথমিকভাবে ১০০ একর জমিতে এবং পরবর্তীতে চাহিদা বেশি থাকায়, এলাকা বাড়িয়ে ২৫০ একর জমির উপর তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৯৯ একর জায়গা ৫৪টি নামিদামি IT কোম্পানির বুকিং হয়ে গেছে। এখানে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের।
- সিলিকন ভ্যালিতে ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'ডেটা সেন্টার' স্থাপনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার 'ডেটা সেন্টার পলিসি' চূড়ান্ত করেছে। এর মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ সম্ভব হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন শিল্পে রপ্তানির পরিমাণ গত ১১ বছরে প্রায় ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সাইবার জগতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সসেলেন্সের উদ্যোগে বিপুল সংখ্যায় পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষ প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।
- প্রায় ২৫০টি সরকারি পোর্টাল ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো সুরক্ষিত রাখায় এই সেন্টারের ভূমিকা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।
- 'সুবিধা পোর্টালের' মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে Land Port-এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক যোগাযোগে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

- বাস্তবসম্মত 'ROW Policy' তৈরির ফলে এবং 'অনুমতি' নামক এক-জানালা পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্যে মোবাইল টাওয়ার বসানো ও অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতার কাজ সহজ হয়েছে এবং রাজ্যে টেলিকম সেক্টরে বিনিয়োগের জোয়ার এসেছে।

- 'Self- Scan' নামক মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই যে কোনো নথি স্ক্যান ও পরিমার্জন করা সম্ভব হয়েছে।
- রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ১৮টি আইটি পার্কের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবায় যুক্ত থাকা কমবেশি ২৮০০টি আইটি কোম্পানি কাজ করে চলেছে। এখানে আনুমানিক দুই লক্ষের বেশি পেশাদার মানুষ কাজ করে চলেছেন। 'ওয়েবেল ফুজিসফট ভারা সেন্টার অফ এক্সসেলেন্স'-এর মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক তথা পেশাদারদের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির উপর উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, 3D Printing, Data Analytics এবং Cyber Security বিভাগে আজ অবধি কমপক্ষে ৩০০টি প্রতিষ্ঠানকে এই সংস্থা সহায়তা প্রদান করেছে।
- 'ওয়েবেল অ্যানিমেশন অ্যাকাডেমি' আজ অবধি ১৪০০-র বেশি ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশে এবং বিদেশে নামি সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।
- WEBEL এবং CGCRI, Kolkata যৌথভাবে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবনী কেন্দ্র গড়ে তুলছে যেখানে বিভিন্ন IOT যন্ত্রে ব্যবহৃত sensor-এর উপর গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তিতে এবং স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন ধরনের sensor উৎপাদন করতে শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তা করবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

- রাজ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। ৯০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইউনিট, ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান, মহিলা উদ্যোগের সংখ্যায় দেশে প্রথম।
- গত ১১ বছরে ক্লাস্টারের সংখ্যা ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫৫৪টি ক্লাস্টারে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং ১৭০টির বেশি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন।
- MSME–তে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গ। ১১ বছরে ঋণ প্রদানের পরিমান ৫.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা।
- শিল্প স্থাপনে উদ্যোগীদের হাতে–কলমে সহায়তায় লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় 'শিল্প সহায়তা কেন্দ্র' স্থাপন।
- শিল্পোদ্যোগীদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য জেলা স্তরে ৩৯টি 'সিনার্জি ইভেন্ট'–এর আয়োজন।

- বানতলা চর্মনগরীর পরিকাঠামোর সম্পূর্ণরূপে সংস্কারসাধন – প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। ৬২ একর জমিতে গড়ে উঠছে ফুটওয়্যার পার্ক, আরো প্রায় ১০০ একর জমিতে চামড়া ও চামড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা গড়ে তোলা হচ্ছে।
- বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৯টি নতুন শিল্প পার্ক স্থাপন, ৯৫০টির বেশি প্লট উদ্যোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। হুগলির সিঙ্গুরে 'অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় আরও ১২টি সরকারি শিল্প পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে।
- SAIP প্রকল্পে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হচ্ছে ৩২টি MSME পার্ক।
- পাওয়ারলুম ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪টি টেক্সটাইল পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- 'বাংলাশ্রী' ইন্সেন্টিভ প্রকল্প এবং টেক্সটাইলে ইন্সেন্টিভ প্রকল্পের সূচনা।
- বিভিন্ন ইন্সেন্টিভ প্রকল্পের অধীনে ৩৯০০–র বেশি উদ্যোগকে ৮৪১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- রাজ্য সরকারের বাই–ব্যাক নীতির মাধ্যমে প্রায় ২৫০টি নতুন অত্যাধুনিক এয়ারজেট পাওয়ারলুম এবং ৬৮০টি র‍্যাপিয়ারলুম স্থাপন করা হয়েছে।
- 'স্কুল ইউনিফর্ম' প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মিটারের কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে।
- হাওড়ার জগদীশপুরে দেশের বৃহত্তম হোসিয়ারি পার্কে একটি স্পিনিং মিল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- বীরভূমের বোলপুরে ৫০ একর জমিতে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার ও মালদা জেলায় ১৫ একর জমিতে সিল্ক পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ৫০০টির বেশি কর্মতীর্থে ১৭,৬০০-এর বেশি স্টল হস্তশিল্পী, তাঁতি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও স্ব-সহায়ক দলের মধ্যে বিতরণ।
- ১৪২০টি MSME উদ্যোগের প্রাপ্য বকেয়া প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা রাজ্য ফেসিলিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ।
- তাঁতিদের উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ –১ লক্ষের বেশি তাঁতিকে উন্নত প্রশিক্ষণ, ১ লক্ষ ০৭ হাজার হ্যান্ডলুম বিতরণ, ৯৪৩৬টি তাঁতঘর নির্মাণ, ১৩৩ কি মি যোগাযোগের রাস্তা তৈরি, ৪টি তাঁতের হাট নির্মাণ এবং ৪ লক্ষ তাঁতিকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তকরণ প্রভৃতি।
- তাঁতিদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে ১ কোটি ০৬ লক্ষ ভর্তুকিযুক্ত শাড়ি এবং ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ত্রাণ সামগ্রী যেমন – শাড়ি, গামছা, ধুতি, বেডশিট ইত্যাদি উৎপাদন।
- হস্ততাঁত শিল্পক্ষেত্রে ৮ কোটি ১৫ লক্ষের বেশি অতিরিক্ত কর্মদিবস সৃষ্টি।
- খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের সফল রূপায়ণ:- প্রজেক্ট মসলিন, প্রজেক্ট মাদুর, প্রজেক্ট শালপাতা ও সাবাই ঘাস প্রভৃতি। ঝাড়গ্রামে শালপাতা ও সাবাই ঘাসের উৎকর্ষকেন্দ্রগুলির সঙ্গে স্বনির্ভর দলের ১৮ হাজারের বেশি মহিলা যুক্ত আছেন।
- ইউনেস্কোর সঙ্গে যৌথভাবে রুরাল ক্র্যাফট হাব এবং রুরাল ক্র্যাফট ও কালচারাল হাব প্রকল্প রূপায়ণ, ৯টি গ্রামীণ শিল্প হাব স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২৫ হাজার শিল্পী উপকৃত হয়েছেন। আরও ২৫ হাজার শিল্পীকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- বিশ্ব বাজারে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত হস্তশিল্প ও অন্যান্য প্রায় হারিয়ে যাওয়া পণ্যের প্রসারে 'বিশ্ব বাংলা' ব্র্যান্ড চালু। ৯টি আন্তর্জাতিক মানের শোরুম স্থাপন।

- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড– রাজ্যের ১৮ থেকে ৪৫ বছরের যুবক যুবতীদের জন্য সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প মূল্য পর্যন্ত যেকোনো ধরনের প্রস্তুতকারী বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য ব্যাংক থেকে কোন গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ পাওয়া যাবে। আগামী ১লা এপ্রিল, ২০২৩ থেকে প্রতিবছরে রাজ্যের ২লক্ষ যুবক–যুবতীকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- কয়েক দশক ধরে লোকসানে চলা 'তন্তুজ' ও 'মঞ্জুষা'–কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর, তাঁত ও হস্তশিল্পের উন্নয়নে তাদের কার্যকলাপের সাফল্য কেন্দ্রীয় সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা নানান পুরস্কারে পুরস্কৃত।
- তাঁত ও হস্তশিল্পীদের বিপণন সহায়তায় প্রায় ৪৭০টি মেলার আয়োজন এবং এতে ১ লক্ষ ১৭ হাজার শিল্পীর অংশগ্রহণ ও তাঁদের ব্যাবসার পরিমাণ ২ হাজার ৬৭ কোটি টাকারও বেশি।
- ব্যাবসার সহজীকরণে নিয়ন্ত্রক সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজ্য প্রথম সারিতে, প্রধান প্রধান সংস্কারগুলি হল:
    - প্রায় ৫৪০টি কমপ্লায়েন্স–এর হ্রাসকরণ।
    - ব্যাবসাকেন্দ্রিক পরিষেবাগুলির জন্য ১০০টিরও বেশি অনলাইন সিস্টেম তৈরি ।

- ৬১টি বিধিবদ্ধ ছাড়পত্রের জন্য অনলাইন সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম 'শিল্পসাথী' তৈরি ।
- পৌরসভাগুলিতে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের এবং প্রয়োজনীয় NOC প্রদানের জন্য 'অনলাইন সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' চালু।
- পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স, দোকান এবং সংস্থাপন আইনের অধীনে নিবন্ধন ও পেশা করের নিবন্ধন সময়ে প্রদান।
- সমস্ত শ্রম আইন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য কেন্দ্রীয় পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু ।
- পাইকারি ওষুধের লাইসেন্স, খুচরো ওষুধের লাইসেন্স এবং ওষুধ উৎপাদন লাইসেন্সের জন্য পুনর্নবীকরণ।
- পৌর এলাকার জন্য ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদ ১৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি।
- ২০০ KVA পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক–এর অনুমোদন বাদ দেওয়া হয়েছে।
- শ্রম আইনের অধীনে ৮টি পরিষেবার জন্য বিবেচিত অনুমোদন (Deemed approval) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ১২টি নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবার জন্য অনলাইন সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম 'ই–ডিস্ট্রিক্ট' স্থাপন করা হয়েছে।

SC-ST মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য

- ১১ বছরে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ জাতিগত শংসাপত্র (SC/ST/OBC) দেওয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২৩–এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হবে।
- 'জয় জোহার' প্রকল্পে প্রায় ২ লক্ষ ৯১ হাজার ST বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন।
- 'তপশিলি বন্ধু' প্রকল্পে প্রায় ১০ লক্ষ ৩০ হাজার SC বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। মার্চ, ২০২৩–এর মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার SC বার্ধক্য ভাতা পাবেন।
- রাজ্যে আদিবাসী মানুষের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, তার জন্য বিশেষ আইন তৈরি হয়েছে।

- কুরুক, রাজবংশী এবং সাঁওতালি ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- সাঁওতালি ভাষার প্রসারের জন্য 'সাঁওতালি অ্যাকাডেমি' গঠন করা হয়েছে
- WBCS পরীক্ষায় ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে সাঁওতালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- অলচিকি লিপিতে পাঠ্যপুস্তক ও সাঁওতালিতে ত্রিভাষিক অভিধান প্রকাশ করা হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়' করা হয়েছে।
- ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়ির কাছাকাছি হরিচাঁদ–গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। গাইঘাটায় পি আর ঠাকুর সরকারি কলেজ করা হয়েছে।
- মতুয়া বিকাশ পর্ষদ ও নমঃশূদ্র বিকাশ পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

- বীরসা মুন্ডা, পঞ্চানন বর্মা, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ও হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
- সারা রাজ্য জুড়ে শুধুমাত্র সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে ৩০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছে।
- সারা রাজ্য জুড়ে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের সুবিধার্থে ২৯৯টি হস্টেল গড়ে উঠেছে।
- কেশপুর, ডেবরা ও ঘাটালে তিনটি সাঁওতালি মাধ্যম বিদ্যালয় গঠনের কাজ দ্রুত চলছে।
- ৫১৬টি জাহের থানের শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী ৪৮,৯৫৩টি ব্যক্তিগত পাট্টা এবং ৮৫১টি সম্প্রদায়গত পাট্টা প্রদান করা হয়েছে।
- সাঁওতালি ভাষার প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের জন্য ঝাড়গ্রামে সাঁওতালি ভাষানির্ভর পাঁচ দিনব্যাপী এক বৃহৎ বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- বিশেষভাবে পিছিয়ে-পড়া লোধা–শবর সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে 'লোধা–শবর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠন করা হয়েছে।
- 'হুল দিবস' ও 'করম পূজার' জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর 'সেকশনাল হলিডে' ঘোষণা করে থাকে।
- ২০২২ শস্যবর্ষে কেন্দুপাতা সংগ্রহের সহায়ক মূল্য ৭৫ টাকা প্রতি চাটা (২.৫ কেজি) থেকে বাড়িয়ে ১৭০ টাকা প্রতি চাটা করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু উন্নয়নে সাফল্য

- সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১১ বছরে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ 'ঐক্যশ্রী' ও অন্যান্য স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে যা সারা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি। ৩১শে মার্চের মধ্যে ৩.৪৭ কোটি স্কলারশিপ দেওয়া হবে।
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের আসন সংখ্যা না কমিয়েও ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- Recognised Unaided মাদ্রাসাগুলিকে সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
- মাদ্রাসায় আধুনিক ও উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ইংরাজি মাধ্যম মাদ্রাসা, স্মার্ট ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হয়েছে।
- সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৬০৪টি হস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে।
- ৭৬৫০টির বেশি কবরস্থানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে।
- ২৭টি আইটিআই এবং ৫টি পলিটেকনিক স্থাপন এবং সেগুলিতে পঠনপাঠন চলছে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকযুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা ও তাঁদের প্রস্তুত-করা সামগ্রী বাজারজাত করে তোলার লক্ষ্যে ২৮৩টি কর্মতীর্থ ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। ৩১শে মার্চের মধ্যে আরও ১৭টি কর্মতীর্থের কাজ সম্পন্ন হবে।
- ১০০টি মাদ্রাসার একজন করে সহশিক্ষক/ সহশিক্ষিকাকে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এবং গাইডেন্স–এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ৬৭টি কাউন্সেলিং এবং গাইডেন্স কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৩১শে মার্চের মধ্যে ১০০টি কাউন্সেলিং এবং গাইডেন্স সেন্টার খোলা হবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নে সাফল্য

- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা – ২৪০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য রাস্তার কাজ হয়েছে। ১ লক্ষ কিলোমিটারের বেশি গ্রামীণ রাস্তা হয়েছে। রাস্তার মান আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। হয়েছে অজস্র সেতু, উড়ালপুল, হয়েছে স্কাইওয়াক।
- পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের ২৩টি জেলার ১২,০০০ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।
- আবাসন – প্রায় ৬০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে পাকা বাড়ি তৈরির আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চা–সুন্দরী প্রকল্পের আওতায় উত্তরবঙ্গের মোট ২৮৫টি চা বাগানের প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার চা–শ্রমিকের মধ্যে যাঁদের পাকা বাড়ি নেই, সকলকেই বাড়ি করে দেওয়া হচ্ছে।
- পানীয় জল – গ্রাম বাংলার সব বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ২ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। এখন পর্যন্ত ৫৫ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগামী মার্চের মধ্যে ৬০ লক্ষ পরিবারে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পৌর এলাকার সমস্ত বাড়িতে আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ – সবার ঘরে আলো প্রকল্পে রাজ্যের ১০০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ২৪X৭ পাওয়ার সাপ্লাই নিশ্চিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ভোল্টেজের সমস্যা প্রায় নেই।
- পথসাথী – ২০১৮ সালে রাজ্য সরকারের আবাসন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৩টি জেলার সব কটিতেই জাতীয় তথা রাজ্য সড়কগুলির পাশে ২০০–র বেশি শৌচাগার, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা এবং রেস্তোরাঁসহ ৭০টি যাত্রী প্রতীক্ষালয় গড়ে

ওঠে যা ২০২১ সালে পর্যটন দপ্তরকে নোডাল দপ্তর ঘোষণা করে হস্তান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ৩৪টি 'পথসাথী'–র অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তার মধ্যে ২৪টি পথসাথী হস্তান্তরিত করা হয়েছে। ১০টির হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া আরো বাকি ২৩টির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ের পথসাথীটি বর্তমানে একটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

- তৈরি হয়েছে ইকো পার্ক – প্রকৃতিতীর্থ, রবীন্দ্রতীর্থ, কর্মতীর্থ, নজরুলতীর্থ, মাদার'স ওয়াক্স মিউজিয়াম, দেশের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, কলকাতা গেট, বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার, আরো অনেক কিছু।
- লোকনাথ বাবাকে সম্মান জানিয়ে চাকলা মন্দির ও কচুয়া ধামের উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যায়নের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর জন্য ১২.২৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রমের জন্যও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মধ্যমগ্রামে ৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে।
- গঙ্গাসাগর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় উন্নয়ন ।
- নব দিগন্তঃ– ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেক্টর–৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপকে পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামীতে এই শিল্পনগরীতে সাড়ে ৫ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হতে চলেছে।
- রাজ্যের শহর এলাকায় জয় বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজারেও বেশি মানুষ প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাতা পাচ্ছেন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বার্ধক্য ভাতা এবং প্রায় ৪৫ হাজার মানুষ প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন।

আরো কিছু সাফল্য

- চালু করা হয়েছে সবুজশ্রী, জল ধরো জল ভরো, মিশন নির্মল বাংলা, উৎকর্ষ বাংলা, গতিধারা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, সমব্যথী, বৈতরণী, মাটির সৃষ্টি, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র, কর্মতীর্থ–এর মতো অজস্র যুগান্তকারী প্রকল্প এবং পরিষেবা যা সারা দেশের মডেল, অনেকগুলি আন্তর্জাতিক স্তরেও বহুল প্রশংসিত।

বাংলার পর্যটনে এসেছে নতুন জোয়ার

- অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন অনুমোদিত সংস্থা প্যাসিফিক এরিয়া ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যে জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ ২০২৩ সালের সেরা সাংস্কৃতিক গন্তব্য-এর স্বীকৃতি পেয়েছে ।
- পশ্চিমবঙ্গ হোমস্টে পর্যটন নীতি, ২০২২–এর অধীনে রাজ্য জুড়ে এখন পর্যন্ত ২১০১টি পরিবার নিবন্ধিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক নিবন্ধিত হোমস্টে আছে। অনলাইন হোমস্টে নিবন্ধনের জন্য একটি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নিবন্ধিত হোমস্টেকে দুটি পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।
- ডানলপ এলাকায় ওঙ্কারনাথ মিশনের সামনের রাস্তাকে ওঙ্কারনাথ সরণি নাম দেওয়া হয়েছে। ওঙ্কারনাথ তোরণও নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে এবং আগামী ৩১শে মার্চ, ২০২৩–এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। ওঙ্কারনাথ মিশন কর্তৃপক্ষ ঠাকুর ওঙ্কারনাথের নামে যে 'ওঙ্কারনাথ মিশন গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি' করতে চেয়েছেন, সেই প্রস্তাবে রাজ্য সরকার সম্মতি দিয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সাফল্য

- UNESCO কলকাতার দুর্গাপুজোকে Intangible Cultural Heritage of Humanity হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলা তথা বাঙালির জন্য এ এক বিরাট সম্মান। বাংলা আজ সত্যিই বিশ্ববাংলা! এই উপলক্ষ্যে রেড রোডে ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে রেড রোড পর্যন্ত মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশাল বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে UNESCO-র প্রতিনিধিদের সম্মান জানানো হয়েছে।
- **দুর্গাপূজা কার্নিভাল (রেড রোড কার্নিভাল):** ২০২২-এর ৮ই অক্টোবর বর্ণাঢ্য ট্যাবলো, নৃত্যশিল্পীদের সুদৃশ্য অনুষ্ঠান, কলকাতা পুলিশের দুঃসাহসী প্রদর্শন এবং একঝাঁক শিল্পীদের পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপূজা কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮৫টি গাড়িতে বিভিন্ন পূজা কমিটির পঁচানব্বইটি মূর্তি এবং ৫,০০০-এরও বেশি শিল্পী রেড রোডের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য জেলায় ৭ই অক্টোবর, ২০২২-এ প্রথমবার দুর্গাপূজা কার্নিভাল আয়োজিত হয়, সেখানে এই অনুষ্ঠান মানুষের মনে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করে।
- **কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (KIFF)-এর** ক্রমবর্ধমান প্রসার, পরিচিতি, সুনাম ও বিশ্বজোড়া স্বীকৃতির মধ্যে দয়ে প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। দেশের বহু খ্যাতিমান চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন করা হয় ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২২-এ এবং ২২শে ডিসেম্বর, ২০২২-এ রবীন্দ্র সদনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই উৎসবে ৮২টি বিদেশি চলচ্চিত্রসহ ১৮৩টি চলচ্চিত্র দশটি সরকারি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কিত এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জাঁ লুক গদার-এর স্মৃতিতে দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কোভিড-পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র উৎসবের ২৮তম সংস্করণ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন হয়েছে।

- লোকপ্রসার প্রকল্পে বাংলার লোকশিল্পীদের মর্যাদা দিয়ে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে ১ লক্ষ ৯৪ হাজারেরও বেশি লোকশিল্পী উপকৃত হয়েছেন।

- মাভৈঃ–সাংবাদিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প, ২০১৬: সমস্ত স্বীকৃত সাংবাদিক এবং তাঁদের নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যদের জন্য ২০১৬ সালে একটি স্বাস্থ্য বিমা ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৭৪ জন সাংবাদিক এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের পরিবারসহ মোট ৩৩৯৯ জন এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সার্বজনীন সমন্বয়ের ফলে মাভৈঃ প্রকল্পের উপভোক্তাগণ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

- সাংবাদিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পেনশন প্রকল্প, ২০১৮: ১লা এপ্রিল, ২০১৮ থেকে চালু হয়েছে। ৬০ বছরের বেশি বয়সের যে সকল সাংবাদিকের 'প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড' আছে এবং আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের মাসিক ২৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৬২ জন এই প্রকল্পে পেনশন পাচ্ছেন।

- সিনে ও টেলিভিশন শিল্পী/ কলাকুশলী/ কর্মীদের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৭৫০০–এর বেশি সিনে ও টেলিভিশন শিল্পীকলাকুশলী কর্মী ও তাঁদের পারিবারিক সদস্যদের গ্রুপ হেলথ ইন্স্যুরেন্স–এর সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম প্রদান করে। মোট উপকৃতের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। বিমার আওতায় কঠিন অসুখের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে এই বিমার অর্থসীমা ১,৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের প্রাথমিক সদস্যরা ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার দ্বারাও সুরক্ষিত।

- সাহিত্য, সঙ্গীত, সিনেমা, অভিনয়, ক্রীড়া, শিল্প–বাণিজ্য, সমাজসেবা, সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলার কৃতী ও গুণীজদের সম্মান জানাতে 'বঙ্গবিভূষণ' , 'বঙ্গভূষণ' , কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল ট্রফি' , 'হীরালাল সেন ট্রফি' , 'মহানায়ক সম্মান' , 'টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড' , ক্রীড়া দপ্তর প্রদান করে 'খেল সম্মান' , 'বাংলার গৌরব' , 'ক্রীড়াগুরু' , 'জীবনকৃতী' সম্মানসহ নানান সম্মাননা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

পরিষেবা প্রদানে সাফল্য

- পরিষেবাগুলিকে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের একদম ঘরের কাছে পৌঁছে দিতে ২০১১ সালের পরে রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও বিভিন্ন মহকুমা জুড়ে ৫৫০-এর বেশি প্রশাসনিক সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
- এই একই উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছে **দুয়ারে সরকার** ও **পাড়ায় সমাধান** কর্মসূচি যা সারা পৃথিবীতেই নজিরবিহীন। ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে মোট ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৬৫টি ক্যাম্পে প্রায় ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন।
- দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২২'-এর অর্ন্তভুক্ত 'প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড ইন দ্য পাব্লিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম' সম্মান পেয়েছে।

এসব কিছুর মাঝে বাংলা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত নিয়ে কোনো হানাহানি নেই। মানুষের জন্য উন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আগামীদিনে বাংলার উন্নয়নের এই মডেলই ভারতকে এক নতুন দিশা দেখাবে।